**আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২, উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা, মঙ্গলবার, ফাল্গুন ১৪১৮, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সমবেত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির নবজাগরণের দিন। জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার দিন। বীরের জাতি হিসেবে বিশ্বে সমাদৃত হওয়ার দিন।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলো আমাদের প্রেরণা। বাঙালি জাতির এ প্রাণশক্তি স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণে উদ্বুদ্ধ করেছে। যা আমরা জাতির পিতার নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে অর্জন করেছি।

সুধিমন্ডলী,

আজকের এ দিনে আমি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, সফিউরসহ সকল ভাষা শহীদকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ থেকে পর পর চারবার গ্রেফতার হন। সর্বশেষ ১৯৪৯ সালের ১৪ অক্টোবর গ্রেফতার হন। তিনি কারাগার থেকেই আন্দোলনের দিক-নির্দেশনা দেন। শাসকগোষ্ঠীর দমননীতির প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে কারাগারে অনশন করেন।

সুধিবৃন্দ,

ভাষা আন্দোলন বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি, অসাম্প্রদায়িক জীবনদর্শন, গণতান্ত্রিক আদর্শ ও উদার মানবিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ ও বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করেছে। ৭১-এর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা পেয়েছে। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে দেশকে আবার স্বাধীনতা-পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর প্রতিবাদে বাঙালি জাতি আবার জেগে উঠে। বহু রক্ত ও দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতি গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। আমরা সংবিধান সংশোধন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরিয়ে এনেছি। এ থেকেও স্বাধীনতা-বিরোধী, যুদ্ধাপরাধী এবং তাদের দোসরদের শিক্ষা নেয়া উচিত যে বাঙালিকে তাঁর উৎসমূল থেকে বিচ্যুৎ করা যাবে না। বাঙালি বেঈমানদের ক্ষমা করে না।

সুধিমন্ডলী,

আমরা যখনই সরকারে এসেছি তখনই বাঙালি জাতি আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে আমরা অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে অনন্য সাফল্য অর্জন করেছি। বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। তখন অনুকূল পরিবেশ পেয়ে দেশের জনগণ একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবী তোলে।

১৯৯৮ সালে কয়েকজন কানাডা প্রবাসী বাঙালি ও অন্যান্য ভাষা-ভাষীর একটি দল জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে এ প্রস্তাব দেয়। আমরা সরকারের পক্ষ থেকেও জাতিসংঘের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি।

আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে আমরা জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব পেশ করি। এরই ভিত্তিতে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এর মধ্য দিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি আজ বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভাষার অধিকার রক্ষার দিনে পরিণত হয়েছে।

২০০০ সাল থেকে ১৯৩টি দেশে ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রসারের লক্ষ্য নিয়ে দিনটি পালিত হচ্ছে। ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে জাতিসংঘ প্রতি বছর একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে। এবারের বিষয় হচ্ছে: মাতৃভাষায় নির্দেশনা এবং পরিপূর্ণ শিক্ষা।

সুধিবৃন্দ,

১৯৯৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর পল্টনের জনসভায় আমি বিশ্বের বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলো সংরক্ষণে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট' স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছিলাম। সে অনুযায়ী ২০০১ সালের ১৫ মার্চ এই ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি। সেদিন জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান আমার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণের জন্য আমরা অর্থ বরাদ্দ করেছিলাম। কাজও শুরু হয়েছিল। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট সরকার তা বন্ধ করে দেয়।

আমরা ২০০৯ সালে সরকারে এসে ইনস্টিটিউট নির্মাণের কাজ আবার শুরু করি। ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন প্রণয়ন করি। আমরা ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করেছি। এটিকে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পদক্ষেপ নিয়েছি। এখানে বাংলা সহ বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণ ও গবেষণা কাজ পরিচালিত হবে। আমরা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষাচর্চারও সুযোগ নিশ্চিত করেছি।

সুধিমন্ডলী,

এখন তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। অনেকেরই ধারণা, ইংরেজী না জানলে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় না। যে সব দেশ তথ্যপ্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগে এগিয়ে যাচ্ছে তারা সবাই মাতৃভাষা প্রয়োগ করছে। আমরাও বাংলায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছি। এখন গ্রামের জনগণও ই-সেবা নিতে পারছে।

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছি। আজ থেকে মোবাইল ফোনে বাংলায় এসএমএস পাঠানো ও পড়ার সুযোগ চালু করছি। এ মাস থেকে সকল ব্রান্ডের বেসিক মোবাইল হ্যান্ডসেটে পূর্ণাঙ্গ বাংলা কি-প্যাড সংযোজন বাধ্যতামূলক করেছি। ডটবিডি (.bd) এর পাশাপাশি ২য় কান্ট্রি কোডেড টপ লেবেল ডোমেইন হিসেবে ডটবাংলা (.বাংলা) প্রবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছি।

বাঙালি জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রযুক্তি-দক্ষ করে গড়ে তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় বাংলার ব্যাপক ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করছি। কারণ, মাতৃভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন সহজতর হয়। সৃজনশীল কর্মের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হয়।

আমরা বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। এ লক্ষ্যে আমি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ইতোমধ্যে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছি। এ ব্যাপারে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার জন্য আমি বিশ্বের প্রতিটি বাঙালির প্রতি আহবান জানাই।

সুধিবৃন্দ,

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমাদেরকে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বিশ্ব নাগরিক হয়ে ওঠার আহবান জানায়। এই চেতনাকে ধারণ করে সকল দেশ ও সকল ভাষা-ভাষী উপকৃত হবে এবং এভাবেই গড়ে উঠবে বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য।

মাতৃভাষা চেতনার পথ বেয়েই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে বহু ভাষা, বহু মানুষ ও বিচিত্র সংস্কৃতির এক বিশ্ব। সকলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এক অনিন্দ্য বিশ্বলোক।

এ প্রত্যয় ব্যক্ত করে আমি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২ উদযাপনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

সবাইকে আবারো ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...